INSTALATION & FINISHING GUIDELINE

Corporate Office
Shanta Western Tower, Level – 13
Bir Uttam Mir Shawkat Road
186 Tejgaon I/A, Dhaka- 1208.
Phone: +88 02 8878 800
Fax: +88 02 8878 815

www.partexstargroup.com

+88 01700713576, 01708462439

১. দাগ কাটাঃ

হালকা রং এর ফেইস পেপার দিকটি উপরে রাখুন প্রয়োজন অনুযায়ী দাগ ও মাপ কাটুন।

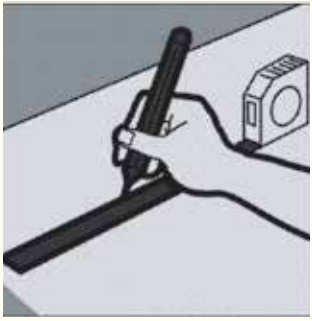

২.বোর্ড কাটাঃ

লাইন সোজা রেখে মাপ অনুযায়ী বোর্ডের উপর এন্টী কাটার দিয়ে আলত করে কাটুন। প্রয়োজনে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে নিন। বোর্ড কাটার সময় গ্লভস ব্যাবহার করুন। বোর্ড টি ভাঙতে দুহাত দিয়ে ভেঙ্গে ফেলুন। দুটি বোর্ড আলাদা করার জন্য এন্টী কাটার দিয়ে পেছনের গাড় রঙের কাগজ টি কেটে ফেলুন। এবার কাটা বোর্ডের ধারালো প্রান্তগুলো শিরীষ কাগজের মাধ্যমে ঘষে মসৃণ করুন। উল্লেখ্যঃ কোন ভাবেই বোর্ডের আকৃতি গোল করা যাবে না।

টিপসঃ

জিপ্সাম বোর্ডগুলো অনেক ভারি হয়। তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন।

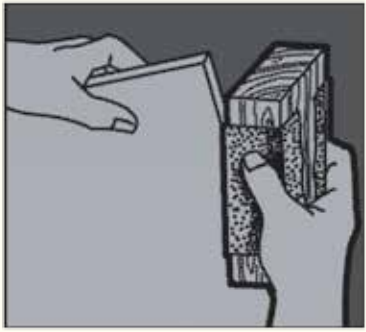

৩. কাট আউটঃ

ইলেক্ট্রিকেল আউটলেট অথবা সুইচ বোর্ড কাটার জন্য, বোর্ডের উপর

সুইচ বক্সটি রেখে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিন। কী-হোল-স ব্যাবহার করে কাট আউট করে নিন।

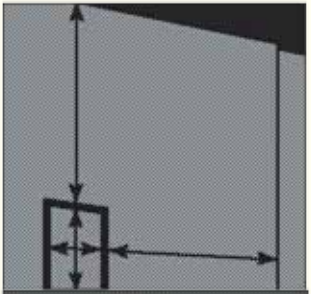

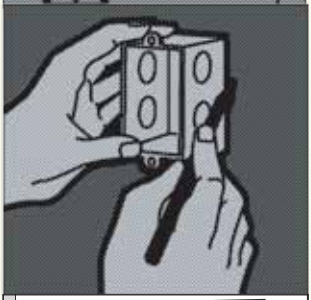

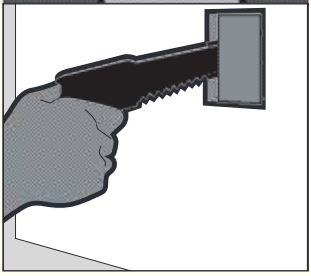

টিপসঃ
মাস্ক পড়তে ভুলবেন না।

৪. ফ্রেমিং
প্যানেলে ফ্রেমিং সংযুক্ত করতে হলে সোজা চ্যানেল ফ্রেইম নিশ্চিত করুন। বাঁকা ও ভাঙ্গা চ্যানেল পরিহার করুন। চ্যানেল যেন সর্বনিম্ন ২৪ গেজি হয়।

৫. স্ক্রু করাঃ
চ্যানেল এ ড্রিল করে ছিদ্র করুন, বোর্ড এ ড্রিল করে ছিদ্র করুন। স্ক্রু সংযুক্ত করার জন্য আবারো অবশ্যই ড্রিল মেশিন ব্যাবহার করুন।

টিপসঃ
বোর্ডে কোন ভাবেই হাতুড়ি ব্যাবহার করা
যাবে না।

৬. আঠা লাগানোঃ

একটি ভাল আঠা বেছে নিন। মনে রাখবেন তেল, ধুলা, বালি পরিষ্কার করেই আঠা লাগাতে হবে। স্ক্রু লাগানোর পরেই আঠা লাগাতে হবে।

৭. সিলিং প্রতিস্থাপনঃ

সিলিং বোর্ডটি উপড়ের ফ্রেইম এ ধরুন, ড্রিল করে স্ক্রু করুন। অবশ্যই ২/১ জনের সাহায্য নিয়ে কাজ টি সম্পন্ন করুন। সিলিং এর জোড় মজবুত নিশ্চিত করতে ডবল স্ক্রু করুন।

৮. ওয়ালঃ

ওয়াল এ বোর্ডটি অনুভূমিক অথবা উলম্ব ভাবে রেখে স্ক্রু সংযুক্ত করুন। সর্বাধিক ৮" দূরত্বে স্ক্রু করুন।

টিপসঃ

বোর্ড প্যানেল টি সঠিক মাপে কাটুন। জানালার উপড়ে নিচে সরাসরি

সংযোগ স্থাপন পরিহার করুন। বোর্ড ধরতে সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে প্যানেল লিফটার ব্যাবহার করুন। কিনারায় ২টি বোর্ড সংযুক্ত করতে অবশ্যই একটি বোর্ডের উপর আরেকটি বোর্ড রেখে স্ক্রু করুন। এবং ২টী বোর্ড ই কাঠের ফ্রেইম এর সাথে স্ক্রু করুন।

৯. কর্নার ট্রিটমেন্টঃ

প্রতিটি ওয়াল এর বাহির কর্নারে, জানালা সিল করতে ও সফিট এ কর্নার বীড ব্যাবহার করা হয়। এটি কর্নার গুলকে আরও মজবুত করে। বাহিরে কর্নার বিড ব্যাবহারের পরে ভেতরে জয়েন্ট টেপ ব্যাবহার করা হয়। তার আগে ৫" ফিনিশিং নাইফ দিয়ে জিপ্সাম আর পানির মিশ্রণ টি প্রয়োগ করুন। টেপ লাগানর পর যথাক্রমে ৮", ১০" ফনিশিং নাইফ দিয়ে জিপ্সাম আর পানির মিশ্রণ টি প্রয়োগ করুন। ভাল ফিনিশিং পেতে ফেদারিং করুন বারবার নাইফ বুলানোর কাজটিই ফেদারিং। প্রয়োজন হলে স্পঞ্জ করুন।

১০. প্রথম কোট, নাইলন টেপ, পুটি করাঃ

বোর্ডের স্ক্রু ঢাকার জন্য জিপ্সাম এর মিশ্রণের তৈরী পুটী ব্যাবহার করুন, তারপর নাইলন টেপ স্থাপন করুন। ৫" ফিনিশিং নাইফ এর সাহায্যে সম পরিমাণ চাপ নিশ্চিত করে পুটী মিলিয়ে দিন। মজবুত নিশ্চিত করতে

প্রয়োজনে টেপ ও পুটীর সংমিশ্রণ টি পুনরায় করুন।

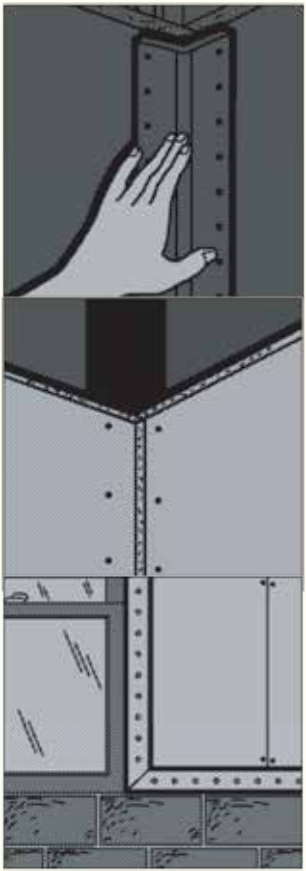

টিপসঃ

ভাল ফলাফলের জন্য মধ্যম চাপে ৪৫ ডিগ্রি এঙ্গেলে ফিনিশিং নাইফটি ধরুন। টেপ লাগানর সময় ফিনিশিং নাইফটি বার বার সম পরিমাণ চাপে টেপের উপরে চালাতে হবে। মনে রাখবেন ফিনিশিং নাইফটি সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

১১. ভিতরের কর্নারঃ

৫” জয়েন্ট ফিনিশিং নাইফ দিয়ে জিপ্সাম এর মিশ্রণের তৈরী পুটী হালকা স্তরে প্রয়োগ করুন, তার উপর জয়েন্ট টেপ টি ভাজ করে জিপ্সাম এর মিশ্রণের হালকা স্তরের উপর প্রয়োগ করুন এবার পুটী করার নিয়ম টি আবারো অনুসরণ করুন।

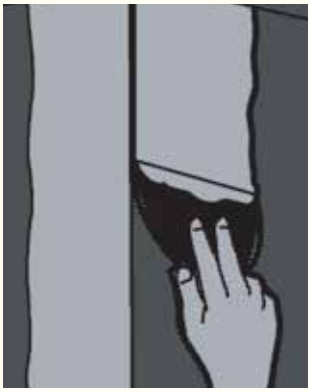

১২. দ্বিতীয় কোটঃ
প্রথম কোট টি ঠিক মত শুকতে দিন। প্রথম কোট শুকনোর সময় ঘরের শুষ্কতার উপর নিরভর করবে এবার ৮" জয়েন্ট ফিনিশিং নাইফ ব্যাবহার করে জিপ্সাম এর মিশ্রণের দ্বিতীয় কোট দিন।

১৩.তৃতীয় কোটঃ
দ্বিতীয় কোট ভাল ভাবে শুকিয়ে গেলে

১০" জয়েন্ট ফিনিশিং ফিনিশিং নাইফ ব্যাবহার করে জিপ্সাম এর মিশ্রণের তৃতীয় কোট দিন। ফিনিশিং নাইফটি সমপরিমাণ চাপে রেখে জিপ্সাম মিশ্রণ টি প্রয়োগ করুন।

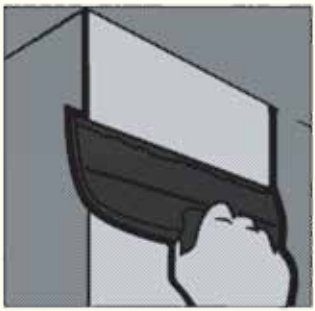

১৪ সেন্ডিংঃ
তৃতীয়ও কোট টি শুকিয়ে গেলে শিরীষ কাগজ টিকে নিচের ছবির মত করে নিয়ে ঘষে নিয়ে, মসৃণতা নিশ্চিত করুন।

টিপসঃ

কাজের সুবিধার জন্য শিরীষ কাগজ টিকে একটি কাঠের টুকরোর উপর জড়িয়ে নিন।

ওয়েট সেন্ডংঃ

যখন খুব মাত্রায় সেন্দিং প্রয়োজন হয় তখন ওয়েট সেন্দিং করতে হয়। একটা হালকা ভেজা স্পঞ্জ দিয়ে এটা করা হয়। ওয়েট সেন্ডং দেওয়াল কে ধুলা মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এবং দাগ মুছতেও সাহায্য করে। সাধারণত খুব প্রয়োজন না হলে ওয়েট সেন্ডং করা উচিত না।

প্যানেল এর ডেকোরেশনঃ

প্রাইমিংঃ

পেইন্টিং করার আগে প্রাইমিং করতে হয় । প্রাইমিং করার পর রং করলে প্রাইমিং টা রং এর জন্য আঠার মত কাজ করে। এবং রং দীর্ঘ স্থায়ী হয়।

পেইন্টিং ও টেক্সচারিংঃ

প্রাইমিং কোট শুকিয়ে গেলেই ওয়াল রং করার উপযোগী হয়ে যায়। একটা ভাল মানের রং কিনে নিয়ে আমরা সাজিয়ে তুলতে পারি আমাদের পছন্দের দেওয়ালটিকে। রং করার নিয়ম জানতে রং এর কৌটার গায়ের নির্দেশাবলী পড়ুন।

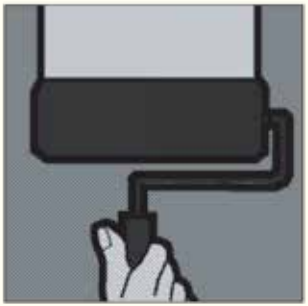

টিপসঃ

রং করার সময় চোখে চশমা ও মাথায় হেলমেট ব্যবহার করুন।